মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যবই

প্রথম পর্যায়ে ২৫ লাখ কপি সরবরাহ

বাংলাবাজারে বিক্রি বন্ধ

রাশেদ আহমেদ ঃ নিয়মনীতি না মেনে সরবরাহ করা হলেও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই এখন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।

গত ২১শে জানুয়ারি থেকে রাতের বেলায় বেক্সিমকোর প্রতিষ্ঠান পুস্তকা ঢাকাসহ দেশের ৬টি বিভাগে পাঠ্যবই সরবরাহ করেছে। বই সরবরাহে নিরাপত্তা-হীনতার কারণে তাদের এ ব্যবস্থা। ঢাকা শহরের ১২টি থানার ৪৬টি নির্ধারিত দোকানে বই দেখা যাচ্ছে। অন্য স্থানে বই বিক্রি চললেও বন্ধ আছে বাংলাবাজারে।

বাংলাবাজারের বই ব্যবসায়ীরা পাঠ্যবই বিক্রি বর্জন করছেন। ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ৬০টি পাঠ্যবইয়ের মধ্যে মাত্র ১৪টি নতুন বই বাজারে ছাড়া হয়েছে। এগুলো হচ্ছে প্রত্যেক শ্রেণীর বাংলা, ইংরেজি ও অংক। মাধ্যমিক স্তরের যে ৬০টি পাঠ্যবই নতুনভাবে ছাপা হচ্ছে তার মধ্যে সংশোধনী সামান্য। গত বছরের পুরনো বই মিলিয়ে দেখা গেছে মাত্র ১৯টি বইয়ে সংশোধন করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে কোন কোন বইয়ে শব্দগত পরিবর্তন, সংশোধন, কোন কোনটিতে বাক্য আবার কোন কোনটিতে ২ থেকে ৩টি গল্প, কবিতা পরিবর্তন করা হয়েছে। কোন কোন বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিকৃত ইতিহাস সংশোধন করা হয়েছে। তবে ৬০টি পাঠ্যবইয়ের সব কয়টিতেই প্রচ্ছদ পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীরা সংশোধিত ১৯টি বই ছাড়া অনায়াসে পুরনো বই পড়তে পারে।

বই সরবরাহ পরিস্থিতি ঃ বই সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান পুস্তকা থেকে জানা গেছে, গতকাল সোমবার পর্যন্ত তারা ২৫ লাখ বই সরবরাহ করেছে। এর মধ্যে ঢাকার বাইরে গেছে ২২ লাখের মতো বই। ঢাকায় সরবরাহ করা হয়েছে আড়াই লাখ। ঢাকার বাইরে বিভাগীয় শহর চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেটে বই গেছে। এ ৫টি বিভাগে ১১ লাখ বই বিভিন্ন স্থানে গুদামজাত করে রাখা হয়েছে। জানা গেছে, বেক্সিমকোর প্রতিষ্ঠান পুস্তকা পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী ২১শে জানুয়ারির মধ্যে ১ কোটি ৫ লাখ বই বাঁধাই

অবশেষে নতুন বছরের পাঠ্যপুস্তক দোকানে [illegible] বই দোকানে তুলছে বিক্রেতা। ক্রেতাও আসছে। ছবিটি গতকাল সোমবার নী

পাঠ্যবই ঃ সরবরাহ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শেষ করতে পারেনি। তবে বাজারে যে বই দেয়া হয়েছে তাতে সংকট কিছুটা কেটে যাবে।

এদিকে বই বিক্রির সর্ববৃহৎ অঞ্চল বাংলাবাজারে নতুন পাঠ্যবই বিক্রি হচ্ছে না। তারা পুস্তকার সরবরাহকৃত পাঠ্যবই বিক্রি না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পাঠ্যবই ছাপার কাজ না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি কিছুদিন আগে বিভিন্ন দোকানে চিঠি দিয়ে পুস্তকার বই বিক্রি না করার আহ্বান জানায়। পুস্তকা থেকে অভিযোগ করা হয়, বাংলাবাজারের সমিতি নতুন পাঠ্যবই বাজারে না ছাড়ার জন্যে পুস্তকাকে হুমকি দিয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে বই সরবরাহ করতে বাধা দেয়া হতে পারে, এ আশংকায় পুস্তকা কর্তৃপক্ষ কভার্ডভ্যানে করে রাতের বেলায় বই পাঠানোর ব্যবস্থা করে।

গত রোববার পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বিক্রি আদেশ না নিয়েই পুস্তকা বাজারে বই সরবরাহ শুরু করে। বোর্ডের নির্দেশ ছিল কমপক্ষে ১ কোটি বই বাঁধাই হওয়ার পর বোর্ডের অনুমতি নিয়ে বাজারে বই ছাড়তে হবে। বোর্ড থেকে ধারণা করা হচ্ছে, ১ কোটি বই ২১শে জানুয়ারির মধ্যে বাঁধাই শেষ না করতে পেরেই তারা অনুমতি ছাড়া বই ছেড়ে দিয়েছে।

অবশ্য পুস্তকার নির্বাহী পরিচালক ইকবাল আহমদ গতকাল 'সংবাদ'কে বলেন, বই বাজারে দেয়ার জন্যে বোর্ডের সবরকম অনুমতি আমাদের রয়েছে। আমরা কোন অনিয়ম করিনি। তিনি বলেন, চাহিদামতো বই বাজারে দেয়া হয়েছে। যারা এসে বই চাচ্ছে তারাই পাচ্ছে। এক্ষেত্রে ছাপার পরিমাণ নিয়ে কারো মাথাব্যথা থাকার কথা নয়।

তিনি বলেন, বই প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির কাছ থেকে নানা ধরনের বাধাবিপত্তির পরও আমরা বই বাজারে দিতে পেরেছি। আশা করি কোন সংকট হবে না। পাঠ্যবইয়ের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে তিনি বলেন, এ মূল্য নির্ধারণ পাঠ্যপুস্তক বোর্ড করে দিয়েছে। গত বছরের তুলনায় এবছর বইয়ের দাম গড়ে ১০ শতাংশ বেড়েছে। পুস্তকা ৬০টি পাঠ্যবইয়ের মধ্যে যে ১৪টি বই বাজারে ছেড়েছে তা হচ্ছে ঃ ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণীর বাংলা, ইংরেজি, অংক এবং নবম শ্রেণীর গদ্য সংকলন, পদ্য সংকলন, ইংরেজি, মাধ্যমিক বীজগণিত, জ্যামিতি।

বইয়ে যেসব পরিবর্তন হয়েছে ঃ ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা পাঠ্যবইয়ে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে। যেমন, ৬ষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা 'চারুপাঠ' বইয়ে ৩টি প্রবন্ধ ও ৪টি কবিতা পরিবর্তন করা হয়েছে। প্রবন্ধে 'আমাদেরই বাংলাদেশ', 'রক্তে লেখা মুক্তিযুদ্ধ' ও 'জীবন জীবনের জন্যে' বাদ দিয়ে 'আমার প্রিয় বাংলাদেশ', 'মাল্যদান ও 'জীবন জীবনের জন্যে' প্রবন্ধ সংযুক্ত করা হয়েছে। কবিতা অধ্যায়ে সৈয়দ আলী আহসানের 'কে', ফররুখ আহমদের 'ফাগুনের গান', আল মাহমুদের 'বৈশাখ' এবং আহসান হাবিবের 'আহ্বান' কবিতা বাদ দেয়া হয়েছে। সেখানে সংযুক্ত হয়েছে হাবিবুর রহমানের 'সকাল', আতোয়ার রহমানের 'ঠিকানা', আল মাহমুদের নোলক এবং মহাদেব সাহার 'হে কিশোর শোন'।

সপ্তম শ্রেণীর সপ্তবর্ণা পাঠ্যবইয়ে গদ্য অংশে আলাউদ্দিন আল আজাদের 'সময়ের হৃদপিণ্ড' প্রবন্ধ বাদ দিয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে 'জাতীয় ৪ নেতা'। কবিতা অংশে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের 'একুশের দিন', আল মাহমুদের 'না ঘুমানোর দল' বাদ দিয়ে ফয়েজ আহমদের 'স্মৃতিসৌধ' যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'ভালোবাসার জয়' সংযুক্ত করা হয়েছে।

সপ্তম শ্রেণীর পুরনো ইংরেজি বইয়ে ১৯ পৃষ্ঠায় একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে 'ডেনজার টাইম' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল। নতুন বইয়ে সংস্কার করে লেখা হয়েছে 'গ্লোরিয়াস টাইম'।

নবম শ্রেণীর বাংলা, পৌরনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, প্রাচীন সভ্যতা ইত্যাদি বইয়ে কিছু কিছু জায়গায় সংশোধন হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামানের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত বছর অক্টোবর মাসে পাঠ্যবই সংশোধন করে।

মাধ্যমিক স্তরের ৬০টি বইয়ের সবগুলো ব্যাপক সংশোধন করা না হলেও গত ডিসেম্বরে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে পুরনো বই কেনাবেচা না করার আহ্বান জানিয়েছে।

যেসব দোকানে বই পাওয়া যাচ্ছে ঃ পুস্তকার তালিকা অনুযায়ী নগরীর নিম্নলিখিত লাইব্রেরিতে বই পাওয়া যাচ্ছে ঃ উত্তরা থানার অধীন আইডিয়াল লাইব্রেরি, স্বরলিপি বই বিতান, জনতা বুক এন্ড স্টেশনারি, এ এস এম এন্টারপ্রাইজ, ক্যান্টনমেন্ট থানার অধীন বইঘর, স্কুল লাইব্রেরি, নিউম্যান লাইব্রেরি, জুয়েল লাইব্রেরি, মাস্টার বুক ডিপো; পল্লবী থানার ব্রাদার্স লাইব্রেরি, শিক্ষক গ্রন্থাগার, আমিন বুক সেন্টার, রনী লাইব্রেরি, মাধুরী বুকস্, সরদার লাইব্রেরি; মোহাম্মদপুর থানার ইসলামীয়া লাইব্রেরি, স্টুডেন্ট লাইব্রেরি, মোহাম্মদপুর সাপ্লাই, সোনালী বুক ডিপো, বই বিচিত্রা; মিরপুর থানাধীন মা-বুকস্ এন্ড স্টেশনারি, কনফিডেন্স বুক এন্ড স্টেশনারি, বই জগৎ, পুথিমেরা, সোনালী বই ঘর। ধানমণ্ডি থানার শাহজালাল বই ঘর, চারুকলা বুকস্ এন্ড স্টেশনারি; গুলশান থানার বই বিতান; তেজগাঁও থানার এন জালাল এন্টারপ্রাইজ, তোফাজ্জল বুক হাউজ, বই বিচিত্রা; রমনা থানার সিদ্ধেশরী বুক হাউস, বিক্রমপুর বুক এন্ড স্টেশনারি, সবুজ লাইব্রেরি; মতিঝিল থানার গ্রিন লাইব্রেরি, ফেনসী লাইব্রেরি, স্টার লাইব্রেরি, বইমেলা, জনতা লাইব্রেরি, কুমিল্লা বুক ডিপো, মডেল বিপনী এবং সবুজবাগ থানার ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরি, জ্ঞান ঘর।

পাঠ্যপুস্তক ছাপার প্রতিষ্ঠান পুস্তকা জানিয়েছে, তারা ৩ কিস্তিতে বই সরবরাহ করবে। দ্বিতীয় কিস্তির বই দেবে ২৮শে জানুয়ারির মধ্যে।